# চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা
চট্টগ্রাম
মোবাইল নং-০১৮২৪৪৭৭৬৯৩


(প্রেস বিজ্ঞপ্তি-১)

## বঙ্গবন্ধু জন্মশত বার্ষিকী ও
## স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীতে চসিকের কর্মসূচী চূড়ান্ত

**চট্টগ্রাম-১১মার্চ -২০২১খ্রি.**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শত বার্ষিকী ২০২১ ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যেগে জাতীয় কর্মসূচীর আলোকে উদযাপনের লক্ষ্যে চসিক মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী, বিভাগীয় প্রধান কর্মকর্তা ও দায়িত্ব প্রাপ্তদের নির্দেশনা প্রদান করেন। আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে টাইগারপাসস্থ অস্থায়ী নগর ভবনে চসিক কার্যালয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধানদের সাথে তাঁরই সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি এই নির্দেশনা প্রদান করেন। সভায় ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও ২৬শে মার্চ স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী পালন উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচী ও প্রাসঙ্গিক অনুষ্ঠানাদি চূড়ান্ত করা হয়। গৃহীত কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে ১৭ মার্চ মঙ্গলবার সূর্যোদয়ের সাথে সাথে চসিকের প্রধান ভবন সহ আঞ্চলিক কার্যালয়, ওয়ার্ড অফিস ও কর্পোরেশন আওতাভূক্ত প্রতিষ্ঠান সমূহে জাতীয় পতাকা ও কর্পোরেশনের পতাকা উত্তোলন। সকাল সাড়ে ৮ টায় বাটালিহিলস্থ নগর ভবন কার্যালয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পূষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, সকাল ৯ টায় ওয়ার্ডস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র সমূহে দিনব্যাপি বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা ক্যাম্প, সকাল ১০ টায় এম এ আজিজ স্টেডিয়ামস্থ জিমনেশিয়াম চত্বরে স্বাস্থ্য বিধি অনুসরণ পূর্বক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মুজিবকোট পরিহিত ক্ষুধে মুজিবদের ৭ই মার্চের ভাষণ, শিশু সমাবেশ ও কেক কাটা এবং টাইগারপাস এলাকায় ১০১টি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী। এছাড়া ১৭ মার্চ বাদ জোহর কর্পোরেশন ভুক্ত মসজিদ মাদ্রাসায় মিলাদ ও বিশেষ মুনাজাত এবং সুবিধাজনক সময়ে মন্দির, প্যাগোডা, গীর্জায় বিশেষ প্রার্থনা অনুষ্ঠান। এছাড়া ১৭ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ পর্যন্ত সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে ১০ দিন ব্যাপি কর্মসূচী পালন করা হবে। এসময় টাইগারপাসস্থ প্রধান নগর ভবন, আন্দরকিল্লায় পুরাতন নগর ভবনের আঞ্চলিক অফিস, নিউ মার্কেট মোড়, কাজির দেউড়ি চেরাগী পাহাড় মোড়, আন্দরকিল্লা চত্বর সমূহ ও এক্সেস রোড বড় পোলে নির্মিত বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য এবং টাইগারপাস-লালখান বাজার থেকে কাজির দেউড়ি , বহদ্দার হাট মোড় মসজিদ সম্মুখস্থ আইল্যান্ডে আলোকসজ্জা এবং ফোয়ারা সমূহ সচল রাখা। গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ সম্প্রচার দেশাত্ববোধক গান, উদ্দীপনামুলক সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, নগরীর ওয়ার্ড সমূহে বিশেষ পরিচ্ছন্ন কার্যক্রম চলমান রাখা, জাতির পিতার বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি সম্বলিত ড্রপওয়াল প্রদর্শন, গুরুত্বপূর্ণ ১০ টি স্থানে বঙ্গবন্ধুর ছবি দৃশ্যমান করা, ৫ টি স্থানে এলইডি স্ক্রিনে স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুর উপরে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচিত্র ও তথ্য চিত্র প্রদর্শন। ১৭ মার্চ দুপুর ১ টায় বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে এতিম ও দুঃস্থদের মাঝে খাবার বিতরণ। কর্পোরেশন ভূক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সমূহে অনুষ্ঠান পালন। ৪১টি ওয়ার্ডে জাতীয় পতাকা উত্তোলন। পুষ্পস্তবক অর্পন সম্ভাব্য অন্যান্য কর্মসূচী পালন ও আলোকায়ন। এছাড়া ১৭ মার্চ জিমনেশিয়াম চত্বরে বিভিন্ন স্কুলের অসচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা সহায়ক প্রণোদনা প্রদান করা হবে। এসকল কর্মসূচীতে কর্পোরেশনের নির্বাচিত পরিষদের সম্মানিত কাউন্সিলরবৃন্দ সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহন ও উপস্থিত থাকতে মেয়র মহোদয় অনুরোধ জানিয়েছেন। এসময় বক্তব্য রাখেন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক, ভারপ্রাপ্ত সচিব ও প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম, প্রধান প্রকৌশলী লে কর্নেল সোহেল আহমেদ, প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা সুমন বড়ুয়া,মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট জাহানার ফেরদৌস, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী,আইন কর্মকর্তা মো. জসিম উদ্দিন, শিক্ষা কর্মকর্তা সালমা ফেরদৌস,রাজস্ব কর্মকর্তা শাহিদা ফাতেমা চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী ঝুলন কুমার দাশ, উপ-সচিব আশেক রসুল চৌধুরী টিপু, নির্বাহী প্রকৌশলী মুহাম্মদ আবু ছিদ্দীকি, বিপ্লব দাশ, মীর্জা ফজলুল কাদের, শেখ আশিকুল ইসলাম, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. মোহাম্মদ আলী, প্রকৌশলী আব্দুলাহ আল ওমর, প্রোগ্রামার মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন, অতিরিক্ত প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মোর্শেদুল আলম চৌধুরী, এস্টেট অফিসার মো. কামরুল ইসলাম চৌধুরী।

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি-১)

## বিজিএমইএ প্রতিনিধি দলের সাথে সাক্ষাতকালে মেয়র
## চট্টগ্রামকে বাণিজ্যিক রাজধানী ও
## ব্যবসা বান্ধব করতে সমন্বিত উদ্যোগ চাই

**চট্টগ্রাম-১১মার্চ -২০২১খ্রি.**

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. রেজাউল করিম চৌধুরী বলেছেন চট্টগ্রামকে সত্যিকার অর্থে বানিজ্যিক রাজধানী ও ব্যবসা বান্ধব নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে হলে তা কখনো ব্যক্তিক বা একক উদ্যোগে সম্ভব নয় । এজন্য প্রয়োজন সমন্বিত উদ্যোগ ও আন্তরিক প্রচেষ্টা। চট্টগ্রামের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে যে - অবস্থান বা সংগঠনগত কাঠামোতে আমরা থাকিনা কেন সকলকে একই সূত্রে সোচ্চার হতে হবে। তিনি আরো বলেন, মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন হলে চট্টগ্রামের অবস্থান পাল্টে যাবে এবং এর ইতিবাচক সুফল জাতীয় বা আঞ্চলিক পর্যায়েই শুধু নয় বৈশ্বিক স্তরে ও বিস্তৃত হওয়ার অপার সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাবে। এই প্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সক্ষমতা, কর্তৃত্ব

ও সম্পদ অর্জনের পরিধি বৃদ্ধিসহ  শক্তিশালী স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে রুপান্তর সবচেয়ে বেশী প্রাসঙ্গিক পূর্বশর্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়। তিনি আজ বৃহস্পতিবার সকালে টাইগারপাসস্থ অস্থায়ী চসিক ভবনে তাঁর দফতরে বিজিএমইএ নেতৃবৃন্দের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতকালে একথা বলেন। তিনি বলেন, চট্টগ্রামের পরিকল্পিত উন্নয়ন চাই। এজন্য তড়িঘড়ি করতে চাই না। যা কিছু করবো তা স্থায়ী ভাবে করবো। এজন্য সকলের পরামর্শ নেবো এবং সর্বসম্মত ও সমন্বিত সিদ্ধান্ত নিয়েই টেকসই উন্নয়ন করবো। এতে ভাল মন্দের অংশীদার কেউ একা নয়, আমরা সকলেই। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, চট্টগ্রামের উন্নয়নের সাথে যে সকল সেবা সংস্থা সম্পৃক্ত এবং মেগাপ্রকল্পগুলো যাদের হাতে রয়েছে তাদের মধ্যে সমন্বয়হীনতায় প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গতিশীলতা আসছে না। এক্ষেত্রে সমন্বয়ের দায়িত্ব সঙ্গত কারণে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে মেয়রের উপরে বর্তায় । কিন্তু মেয়রের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সীমিত। এই অবস্থায় মেয়রের কর্তৃত্ব খাটানোর আইনগত অধিকার প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো  উল্লেখ করেন, চট্টগ্রামের উন্নয়নের সমন্বয় সভায় সেবা সংস্থার সঠিক প্রতিনিধিত্ব হয় না। অনেক সেবা সংস্থার প্রধানরা না এসে তাদের অধীনস্থ নামকাওয়াস্তে একজন প্রতিনিধি পাঠিয়ে দেন। এতে সমন্বয় সভার গুরুত্ব থাকেনা এবং কোন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা যায় না।

বিজিএমইএ'র প্রথম সহ-সভাপতি এম. এ. সালাম বলেন, করোনা কালে তৈরী পোশাক রফতানী শিল্প মুখ থুবড়ে পড়েনি। আল্লাহর অশেষ রহমত ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ নেতৃত্ব ও দূরদর্শিতা এবং সঠিক সিদ্ধন্তে এই শিল্পের চাকা সচল ছিলো। এই খাতে তাঁর দেয়া সাড়ে ৭ হাজার কোটি টাকার প্রণোদনায় আমরা ঘুরে দাঁড়াতে পেরেছি এবং জাতীয় প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখা সম্ভব হয়েছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন, প্রয়াত মেয়র এ.বি.এম মহিউদ্দিন চৌধুরী চট্টগ্রামের আন্দোলন - সংগ্রাম ও রাজনৈতিক কর্মসূচীতে গার্মেন্টস শিল্পকে আওতার বাইরে রেখে সচল রেখেছিলেন। চট্টগ্রাম বন্দরের আমদানী ও রফতানী কার্যক্রম ব্যাহত হতে দেননি। তাই  আমরা স্বস্তিতে ছিলাম। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ মানে চট্টগ্রাম। চট্টগ্রাম ঘুরে দাঁড়ালে বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াবে। চট্টগ্রামে সরকারের মেগা প্রকল্প- বিশেষ করে কর্ণফুলীর নদীর তলদেশ দিয়ে টানেল, বেটার্মিনাল ও গভীর সমুদ্র বন্দর বাস্তবায়ন হয়ে গেলে চট্টগ্রাম বৈশ্বিক গুরুত্ব পাবে। গভীর সমুদ্র বন্দর একটি বহুমাত্রিক আন্তর্জাতিক টার্মিনালে রূপান্তরিত হবে। চট্টগ্রাম শুধুমাত্র রিজিওনাল কানেক্টিভিটি নয়, ভারত-নেপাল-ভুটান-মিয়ানমার-ণাওস-চীন পর্যন্ত ইন্টারন্যাশনাল কানেক্টিভিটির যোগসূত্র হিসেবে বিবেচিত হবে। ফুলগাজী-মিরসরাই-সীতাকুন্ডে উপকূলবর্তী দেশের বৃহত্তম শিল্প ও অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে অচিরেই গড়ে উঠতে যাচ্ছে। এছাড়া দক্ষিণ চট্টগ্রামে চীন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ভিলেজ গড়ে তুলতে চায়। এই সম্ভাবনার আলোকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সক্ষমতার পরিধি বিস্তার খুবই জরুরী। তিনি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও তাঁর নির্বাচিত পরিষদকে সকল সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করে বলেন, চট্টগ্রামকে জাতীয় স্বার্থে একটি আন্তর্জাতিক মানের নগরীতে রূপান্তরে সমন্বিত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার কোন বিকল্প নেই। আরো বক্তব্য রাখেন বিজিএমইএ সহ-সভাপতি এ.এম. চৌধুরী সেলিম, সহ-সভাপতি অঞ্জন শেখর দাশ, পরিচালক মোহাম্মদ আতিক, খন্দকার বেলায়েত হোসেন, এনামুল আজিজ চৌধুরী এবং প্রাক্তন প্রথম সহ-সভাপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ এবং উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাউন্সিলর ড. নেছার আহমেদ মঞ্জু, মেয়রের একান্ত সচিব মুহাম্মদ আবুল হাশেম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক।

**(প্রেস বিজ্ঞপ্তি-২)**

## চসিকের মোবাইল কোর্ট

**চট্টগ্রাম-১১মার্চ -২০২১খ্রি.**

নগরীর পাঁচলাইশ থানাধীন ও আর নিজাম রোড ও এশিয়ান হাইওয়ে মুরাদপুর এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কালে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাইনবোর্ডে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা না লেখায় ও ফুটপাত দখল করে ব্যবসা পরিচালনা করায় জনদুর্ভোগ সৃষ্টির দায়ে ৩  ব্যাক্তির বিরুদ্ধে মামলা রুজু পূর্বক ১৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। আজ বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট জাহানারা ফেরদৌস ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মারুফা বেগম নেলী'র নেতৃত্বে এই মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়। অভিযানকালে সিটি কর্পোরেশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে সহায়তা প্রদান করেন।

নিবেদক

**স্বাক্ষরিত/-**

**(কালাম চৌধুরী)**

জনসংযোগ কর্মকর্তা (অতি. দায়িত্ব)

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

মোবাইল-০১৮২৪-৪৭৭৬৯৩